শেকড় -২

আচ্ছা, আপনার কি কখনো মনে হয়নি জামাতিরা চোখে মুখে ক্রমাগতঃ এত মিথ্যে কথা বলে কি করে? মিথ্যে বলতে ভয়ে ওদের বুক কাঁপে না? আমার আপনার সাথে ওদের মতে না মিলতে পারে, কিন্তু হাজার হলেও ওরাও তো মুসলমান, ওরা তো আল্লা রসুল-কোরাণে বিশ্বাস করে। একদিন আল্লা-রসুলের দরবারে হাজির হতে হবে, সেখানে কি জবাব দেবে তারা? কোথাও কি একটা শুভংকরের ফাঁকি লুকিয়ে আছে, যাতে ওরা মিথ্যে বলাকে হালাল করে নিয়েছে?

হ্যাঁ, আছে। অনেক অপরাধই ওরা নবীজীর নামে হালাল করে নিয়েছে। শেকড়-১-এ আমি দেখিয়েছি কি নিষ্ঠুর অন্যায় একটা আইন ওরা শারিয়ায় ঢুকিয়ে দিয়েছে নবীজীর নামে। সেই সাথে এ-ও দেখিয়েছি কি যুক্তিতে ওই দলিলটা জাল। এবারে দেখুন, মিথ্যা বলা কেন ওদের জন্য জায়েজ। কথাটা সরাসরি বললে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গে, কাজেই পারমিশনটা আল্গোছে দেয়া আছে। সেজন্যই বলি, প্রেসিডেন্ট বুশের মুখে বিশ্ব-শান্তির ভন্ড লেকচারের মতই মুখে সর্বদা ''আল্লা-রসুল'' বললেও কাজে তেনারা শুধু ''আবু হোরায়রা'' আর ''কুরতুবী বলিয়াছেন''।

জামাতিদের খুন-খারাবি আর মিথ্যে-ভাষণ আজ আর কোন গোপন ব্যাপার নয়। উঠতে বসতে তাদের হাস্যময় নূরাণী চোখেমুখে মিথ্যে কথার ফুলঝুরি। সারাংশ দেখুন, বহু উদাহরণের এটা একটা মাত্রঃ-

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ অনলাইন

৫ ডিসেম্বর ২০০৪

ইউপি চেয়ারম্যান জামাত নেতা হওয়ায়

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ ইউপি চেয়ারম্যান জামাত নেতার আত্মসাৎকৃত ভিজিএফ কার্ডের ৬১ বস্তা চাল বিতরণের ঘোষণা দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। ভিজিএফ কর্মসূচির মালামাল কম দিয়ে ৬১ বস্তা চাল চেয়ারম্যান রফিকুল্লাহ আত্মসাৎ করার জন্য মজুদ করেন। এর আগে উক্ত চেয়ারম্যান খয়রাতির ২ টন চাল আত্মসাৎ করে বিক্রি করে দেন। পরিষদের কয়েকজন মেম্বার জানান চেয়ারম্যান হাজি রফিকুল্লাহ জামাতে ইসলামীর নেতা হওয়ায় নির্বাহী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

না, গরীবের মুখের অন্ন গাপ্ করে দেবার অপরাধে জামাত-কর্তৃপক্ষ এই চাউল-চোরকে জামাত থেকে বরখাস্ত করে নি, কোন শাস্তিও দেয় নি। এ চোর এখনো দাপটের সাথে জামাতি-নেতাগিরি করে চলেছে। আর, যে শয়তান গরীবের মুখের অন্ন চুরি করতে পারে, সে যে উঠতে বসতে মিথ্যে কথা বলে তার আর প্রমাণ দরকার হয় না। যাহোক, ওটা নাহয় চুরি-চামারির ব্যাপার। কিন্তু উদ্দেশ্যটা মহান হলে নাকি মিথ্যে বলাটা ওদের জন্য মোটেই অনৈসলামিক নয়! এ লাইসেন্সটা দিয়েছেন তাঁদের গুরু শতাব্দীর সন্ত্রাসী মৌদুদি। নিয়ত ঠিক থাকলে জামাতিদের জন্য ওই অপকর্মটা শুধু অনুমোদিত-ই নয়, একেবারে বাধ্যতামূলক। আর এ হেন অপকর্মের শেকড় ঠেকেছে গিয়ে একেবারে নবীজীতে। মৌদুদির কোরাণের অনুবাদ তর্জমানুল কোরাণ (১৯৫৮ সালে প্রকাশিত), পৃষ্ঠা ৫৪। এ হেন মহান সদুপদেশ মৌদুদী কোত্থেকে পেয়েছেন? কোত্থেকে আবার, পেয়েছেন ইমাম গাজ্জালী আর সহি বোখারি থেকে! ডঃ মার্ক জিব্রাইল-এর ইসলাম অ্যান্ড টেররিজম্ বইয়ের ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে, ''জানিও যে মিথ্যা বলা নিজের গুনে পাপ নহে কিন্তু ইহা হারাম আনে, ইহা কুৎসিৎ হইতে পারে। তবে তুমি মিথ্যা বলিতে পার যদি তাহা তোমাকে

শয়তান হইতে দুরে রাখিতে পারে অথবা ইহা দ্বারা উন্নতি হয়" - ইমাম গাজ্জালী - এহিয়া উলুম আল্ দ্বীন - এ রিভাইভ্যাল অফ দি রিলিজিয়াস বুকস্ - খন্ড ৩, পৃঃ১৩৭)। লেখক আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের ডক্টরেট ও প্রাক্তন শিক্ষক, এবং মসজিদের প্রাক্তন ইমাম, এইসব কান্ডকারখানা দেখে শুনে এই মহা পন্ডিত মহা-বিরক্ত হয়ে ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়েছেন। যে যাক, সেটা তিনি বুঝবেন আর তার স্রষ্টা বুঝবেন, আমরা কোরাণের "লা ইকরাহা ফিদ্বীন" আর "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন" ধরে থাকব। এবারে মৌদুদি-লাইসেন্সের ফটোকপিঃ-

راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے بہترین اصولوں میں سے ہے، اور جھوٹ اس کی نگاہ میں
ایک بدترین برائی ہے۔ لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف
اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب ہونے تک کا فتوی دیا گیا ہے۔ صلح بین الناس اور
ازدواجی تعلقات کی درستی کے لئے اگر صرف صداقت کو چھپانے سے کام نہ چل سکتا ہو تو ضرورت کی حد
تک جھوٹ سے بھی کام لینے کی شریعت نے صاف اجازت دی ہے۔ جنگ کی ضروریات کے لئے
جھوٹ کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اگر کوئی سپاہی دشمن کے ہاتھ گرفتار ہو جائے اور دشمن اس سے
اسلامی فوج کے راز معلوم کرنا چاہے تو ان کا بتانا گناہ اور دشمن کو جھوٹی اطلاع دے کر اپنی فوج کو بچانا
واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ظالم کسی بے گناہ کے قتل کے درپے ہو اور سچ بول کر اس کے چھپنے کی جگہ
بتا دینا گناہ اور جھوٹ بول کر اس کی جان بچا لینا واجب ہے اس معاملے میں شریعت کے احکام ملاحظہ
ہوں۔۔

বঙ্গানুবাদঃ- "সত্য হইল ইসলামের অন্যতম গুরত্বপুর্ণ নীতি, আর মিথ্যা কথা বলা হইল অন্যতম নিকৃষ্ট গুনাহ। কিন্তু বাস্তব জীবনের কিছু দরকার এমনও হয় যে মিথ্যে কথা বলা শুধু যে অনুমোদিত তাহা-ই নহে, কোন কোন অবস্থায় মিথ্যা বলাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে"।

হল? মিথ্যা বলা শুধু অনুমোদিতই নয়, একে একেবারে "বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে"! এমন বুলন্দ অপকর্মটি কে করিয়াছে? না, সে ব্যাপারে মওলানা সলজ্জ নববধূর মতই নিশ্চুপ। "বিশেষ অবস্থায়" তাঁদের জন্য এই "অন্যতম নিকৃষ্ট গুনাহ"-টা সওয়াব হয়ে যায়, তাই না? সেই "বিশেষ অবস্থা"-টা কি? মওলানা উদাহরণ দিচ্ছেন, যেমন, প্রাণ বাঁচানো। প্রাণ বাঁচানোর জন্য যঃ পলায়তি সঃ জীবতি, কাজেই মিথ্যে বলা শুধু জায়েজই নয়, একেবারে ফরজ। ভালো, ভালো! তা, নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি মিথ্যে বলা ফরজ হয়, তবে প্রিয়তমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেটা আরও এক ডিগ্রী বেশী ফরজ নিশ্চয়ই! তাইতো দেখি ইতিহাসে লক্ষ মজনু তার লায়লীকে বাঁচানোর জন্য ভালোমন্দ হেন কাজ নেই যা করেনি। কিন্তু কোন লাইলীর প্রেমে আমাদের জামাত এত মজনু, কার জন্য সে খুন করতে আর খুন হতে প্রস্তুত?

কার জন্য আবার, শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র!!! এর চেয়ে প্রিয়তমা জামাতিদের আর কি আছে? পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারধারে ঘোরে, তাঁরা ঘোরেন ওই তিলোত্তমার চারদিকে, সে যেন তাঁদের ললিতে কলাবিধৌ! রাজনীতি করতে গিয়ে শিষ্যদের অনর্গল মিথ্যে বলার অবাধ লাইসেন্স দরকার হবে, এটা পরিষ্কার

বুঝেছিলেন এই চাণক্য নেতা। তাই এই বাহানায় আসল ইংগিতটা দিয়ে গেছেন তিনি। সেজন্যই দেখি মিথ্যে বলার জন্য বা কোন হিংস্রতার জন্য কোনদিনই ওদের কোন অপরাধবোধ নেই। মনে মনে বরং ইসলামের খেদমত করছে বলে নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে। কিন্তু শুধু মৌদুদি-গাজ্জালী বললে এই সাংঘাতিক ফরজটা যেন ঠিক শক্ত দাঁড়াচ্ছে না, কিঞ্চিৎ হেলে পড়ছে। তাই ওটাকে ঠ্যাকা দিতে চাই "নবীজীর সুন্নত", সেটাও অসহ অসহি বোখারিতে তৈরী হয়েই আছে। মদিনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খানের অনুবাদ করা বোখারি, ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা ২৪৯, হাদিস নম্বর ৩৬৯:-

"জাবির বিন আবদুল্লা বলেন, আল্লাহ'র রসুল বলিয়াছেন, "কে খুন করিতে চাও কা'ব বিন আশরাফকে, যে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলকে আঘাত করিয়াছে"? তখন মুহম্মদ বিন মাসলামা উঠিয়া বলিল - "হে আল্লাহ'র রসুল! আপনি কি চাহেন আমি তাহাকে খুন করি"? রসুল বলিলেন- "হ্যাঁ"। মুহম্মদ বিন মাসলামা বলিল - "তবে আমাকে মিথ্যা বলিতে অনুমতি দিন" [বোখারিতে আছে, -Allow me to say a (false) thing)]। রসুল বলিলেন- "তুমি তাহা বলিতে পার"............ ।

পাঠক! এ হল জামাতের নবী, আমাদের নয়। আমাদের নবী কাউকে কখনোই মিথ্যে বলার অনুমতি দিতে পারেন না, জামাতির নবী সেটা পারে। আমাদের নবী কোরাণের খেলাফ করেন না, জামাতের নবী তা করে। **কারণঃ- "তোমরা মিথ্যা বলা হইতে দুরে থাক" - সুরা হজ্জ্ব আয়াত ৩০।**
ব্র্যাকেটের "ফল্স্" শব্দটা খেয়াল করুন, ওটা অনুবাদকের ভেজাল, আসল বোখারির নয়। অন্যান্য অনুবাদে সরাসরি "মিথ্যা বলা"র কথা আছে। কোরাণ-হাদিসের অনুবাদে এমন অসংখ্য ব্র্যাকেটে অনুবাদকেরা নিজের কথার ভেজাল মেরে দিয়েছেন। কেন রে বাপু, তোমার কথার জন্য তো বিশাল পাদটিকা আছেই, সেটা ছেড়ে কোরাণ-হাদিসে এই ভ্যাজালের ব্যবসা কেন?

এই জামাতি-গুরু আবার উল্টো মেরে স্ব-বিরোধিতাও করেছেন বহু বহুবার। যেমন ধরুন, ওপরের নিজের কথার বিরুদ্ধে তিনি নিজেই আবার একথাও বলেছেনঃ- "ভুলটি কে করিল তাহার উপর কিছুই নির্ভর করিবে না, যে কোন ভুল ভুলই থাকিবে। ঠকবাজী বা বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে উহাকে ঠিক প্রমাণ করা ইসলাম, যুক্তি ও ন্যায়ের পরিপন্থী" -(-মওদুদি মাজহাব, পৃষ্ঠা ৭৩- আজকের তারিখে নেয়া "দি মৌদুদি ক্যালামিটি" অর্থাৎ "মৌদুদি-দুর্যোগ" থেকে central-mosque.com/aqeedah/Mawdudi.htm দুর্যোগই বটে, বিশ্ব-মুসলিমের জন্য একেবারে মহা দুর্যোগ শতাব্দীর এই মহা-মৌলবাদী। ধর্ম এভাবেই নষ্ট হয়, ধর্মকে এরাই নষ্ট করে। তাই, মিথ্যা ছাড়া রাজনীতি চলে না, রাজনীতির মিথ্যা ঢুকাইয়া ধর্ম নষ্ট করিও না। কারণঃ- "ধর্মে বাড়াবাড়ি করিও না" - সুরা নিসা আয়াত ১৭১,

"আল্লাহ'র নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না" - সুরা নিসা আয়াত ২৩১।

ধন্যবাদ।

****